গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংবাদ সম্মেলন : ফসল তসরুপাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারাবাটি গ্রামের সেলিম ও মামুনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল, ফসল তসরুপাত ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলেছেন চৌগাছা গ্রামের ভুক্তভোগী রনি গমেজ ও কৃষক বরকত আলী। এ বিষয়ে বুধবার (৪ জুন) সকালে সাহারবাটি মাঠে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন ভুক্তভোগীরা।

ভুক্তভোগী রনি গমেজ তার বক্তব্যে বলেন, সাহারবাটি মৌজায় আমাদের খাস খতিয়ানভুক্ত কিছু জমি রয়েছে। যা সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে আমার বাবা বীমল গমেজ ক্রয় করে। সেই সুত্রে আমাদের আরএস রেকর্ড, এসএ রেকর্ড এবং দলিল রয়েছে। যার বলে আমরা এই জমিতে দীর্ঘ বছর চাষাবাদ করি। জরুরী ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় সাহারবাটী গ্রামের বরকত আলীর কাছে বাৎসরিক চুক্তিতে বন্দক রাখি। বরকত আলী জমিতে বাঁধাকপি চাষ করে চারা রোপন করেন।

কিন্তু সাহারবাটী গ্রামের সেলিম ও মামুন জোরপূর্বক ফসল নস্ট করে চাষ করে ফসল তছরুপ করেছে এবং ক্ষমতার দাপটে জমি দখল নেয়ার চেস্টা করছে। আমরা দুর্বল সংখ্যালঘু তাই আমাদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

২০১১ সালে তাদের নামে একটি ভুয়া নামখারিজ করে। সেই নামখারিজ আমরা বাতিলের আবেদন করলে, নামখারিজটি বাতিল হয়ে যায়। এবং গত দুই মাস আগে জমিটি আমাদের হোল্ডিংয়ে ফেরত যায়। সেই হিসেবে আমরা আবারো জমিতে আসি এবং এক বছরের জন্য জমিটি ১লাখ টাকায় কৃষক বরকতকে চাষাবাদের জন্য বর্গা দিই। কৃষক বরকত ৪৩ দিন আগে জমিতে কফির চাষ শুরু করে। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা গতকাল সমস্ত জমির কফি তসরুপাত করে এবং জমিতে ট্রাক্টর ঢুকিয়ে চাষ করে। এতে কৃষক বরকত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

ভুক্তভোগী কৃষক বরকত আলী জানান, আমি মহুরীর মাধ্যমে কাগজ পাতি দেখে, এক বছরের জন্য দেড় বিঘা জমি ১ লাখ টাকায় বর্গা নিই। এবং জমিটি তহশীলদার জাকির হোসেন আমাকে মেপে ঠিক করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেলিম ও মামুনরা আমার ৪৩ দিন আগে লাগানো সমস্ত কপি তসরুপাত করে। এতে আমার প্রায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়া তারা আমাকে জমিতে না আসার জন্য হুমকি প্রদান করে। জমিতে গেলে আমাকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী রনি গমেজ ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদের জমির দোখল বুঝে পেতে এবং ভুক্তভোগী কৃষক তার ফসলের ক্ষতিপূরণ চেয়ে প্রসাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ঝিনাইদহে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নায়েব আলী উপজেলার মালিয়াট গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে নায়েব আলী বাড়ির পাশে বসে ছিল।

এসময় প্রতিপক্ষের ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আল-আমিন এসে তার উপর হামলা করে। তারা বাশের লাঠি দিয়ে উপর্যপুরি পিটিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যান। এসময় প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পথে তিনি মারা যান।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, নিহত নায়েব আলীর বোনের জমি কেনে প্রতিবেশি ইউনুছ আলী। ওই জমি দখলকে কেন্দ্র করে দির্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার খালিদ হাসান জানান, নায়েব আলীকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গিয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে লাঠির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্ষ ক্ষরণের কারনে মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে, এখন ময়না

তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। আসাামিদের আটকের চেষ্টা চলছে বলে ওসি জানান।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলকারীরা ব্যবসায়ী ও তার পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গহনা লুট করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী মহারাজপুর গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী এনামুল হক অভিযোগ করেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে পারিবারিক সুত্রে পাওয়া আমার ৩৮ শতক জমি আমার ভাইয়েরা কৌশলে রেজিস্টি করে নেয়। আমার নিজের জমিও তারা দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। আমি দেশে ফিরে দিনের পর দিন জমি ফেরত চাইলে তারা নানা তালবাহানা শুরু করে। আমি চাপ দিলে সম্প্রতি তারা আমাকে মারধরের হুমকি দেয়।

এরই জের ধরে গতকাল সকালে আমার ভাই মুস্তাক, তক্কেল, মোফাজ্জেল তোজাম্মেলসহ আরও কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। আমি ও আমার পরিবারের সদস্য বেধড়ক মারপিট করে ঘরে থাকা জমি বিক্রির ৭ লাখ টাকা ও স্বর্ণের গহনা লুট করে নিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়।

মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, আমরা কিছু করিনি। উল্টো এনামুলই আমাদের মারধর করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মহারাজপুরের ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পেঁয়াজ কেনাবেঁচা নিয়ে বিরোধ, আদালতে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে গত ৪ মার্চ দুপুরের দিকে গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে কালুর সাথে তার এক ভাইয়ের শিবপুর টেংরামারী বাইপাস সড়কের পাশে কৃষি জমিতে পেঁয়াজ কেনা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির সূত্র ধরে উভয়পক্ষের মধ্যেই এক ধরনের হাতাহাতি হয় উভয়পক্ষেই কম বেশি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

কৃষি জমিতে সেই হাতাহাতি স্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে সাময়িক মীমাংসা হয়। মীমাংসা কারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম। এবং উভয় পক্ষকে তিনি ডেকে বলেন যে, ছোটখাটো বিষয়ে থানায় অভিযোগে না করে স্থানীয় ভাবে মীমাংসা করলে ভালো হয় কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই দুই পক্ষই থানার দ্বারস্থ হয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে।

মুজিবনগর থানায় পরদিন উভয়পক্ষ অভিযোগ করেন একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু ৭ মার্চ সাইফুল ইসলাম কালুর মা রুহুলা খাতুন (৪০) বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ চেষ্টার একটি মামলা দায়ের করেন। এবং এজাহারে থানার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মুজিবনগর থানা তাদের মামলা গ্রহণ না করে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

তবে এ বিষয়ে রুহুলা খাতুনের অভিযোগের পক্ষের সাক্ষীগনের কথার মধ্যেও গোঁজামিল পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বলেন, তাদের মাঠের হাতাহাতির বিষয়টি তিনি জানেন এবং আপোসের চেষ্টাও করেন কিন্তু ধর্ষণ চেষ্টা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

স্থানীয় অন্য আরেকজন অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, এটি ব্যক্তিগত আক্রোশেরই প্রতিফলন।